সমাজসংস্কারক

রাসবিহারী

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে
সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা

আরমাণীটোলা আদর্শ-যন্ত্র।
শ্রীলছমন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৪ সন।
১২শে মাঘ।

সমাজসংস্কারক

রাসবিহারী

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে
সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা
আরমাণীটোলা আদর্শ-যন্ত্র।
শ্রীলছমন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২৯৪ সন।
১[illegible]শে মাঘ।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সমাজসংস্কারক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মহানুভব পত্রিকা সম্পাদকগণ সময় সময় যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কয়েকখণ্ড পত্রিকার প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আমি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। কারণ, কালে উহা লয় না হয় ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সহৃদয় পাঠকগণ একবার আমার সংগ্রহ পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, উক্ত মহাত্মা সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত ক্লেশ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। পতনোন্মুখ বঙ্গ সমাজের সংস্কার বিধান করিতে ঈদৃশ চেষ্টা অদ্যাপি আর কেহ করেন নাই বলা যাইতে পারে। রাসবিহারী যদি পরিবার পোষণার্থে এবম্বিধ যত্ন ও চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার নাম কে জানিতেন? আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে সমাজ সংস্করণ বিষয়ে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্য জীবন অক্ষয় কীর্ত্তি সোপানের উচ্চতম প্রদেশে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও যদি হিন্দুসমাজ নিঃস্বহায় রাসবিহারীর পৃষ্ঠপোষক না হন তবে আর তাহাদিগের কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। পরিশেষে আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে এই পুস্তক যতবার মুদ্রিত হইবে তাহার সমস্ত পুস্তকের স্বত্বলভ্য আমি পূজ্যপাদ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

সংগ্রাহক ও প্রকাশক—

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিবাস কান্দাপাড়া।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮১। ৪র্থ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নাজানেন বোধ হয়না ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহু দোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহুবিবাহের বহু দোষদ্যোতক পুস্তক ও গান রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। অসহনীয় শীত বাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানেং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অথচ নিজের দারিদ্রতা পরিবারবর্গের অন্নাচ্ছাদন

ঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি ইনি উল্লিখিত বিষয়টী তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইহাকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোননা কোনরূপে উদ্যোগ চেষ্টা শূন্য থাকিতে দেখা যায়না।

ইতঃপূর্ব্বে গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর ঢাকায় শুভাগমন করিলে তাঁহার সমীপে প্রচলিত অধিবেদন প্রথা আইন দ্বারা নিবারণ করিতে যে আবেদন প্রদত্ত হয় তাহাও প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে প্রস্তুতীকৃত। এবং বহু সংখ্যক ভদ্র সম্ভ্রান্ত সামাজিক হিন্দু দিগকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত উক্ত আবেদনের কোন ফল দর্শন না করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে, ঢাকা হইতে যেরূপ আবেদন প্রদত্ত হইয়াছে বল্লালী প্রধান যাবতীয়

স্থান হইতে যদি এরূপ আবেদন প্রেরিত হয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই মনোযোগী হইয়া প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। উক্তরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, কিছু দিন হইল উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরিশাল গমন করিয়াছিলেন। ঐ জেলার নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক কুলীন ও শ্রোত্রিয়, বংশজ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাটী নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদার বাবু মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয়ের দ্বারা উক্ত বিষয়ে আর একখানি আবেদন পত্র গত ৮ই মাঘ তারিখে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু আগামী আষাঢ়মাসে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা এবং হুগলী অঞ্চলে গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান সামাজিক লোকদিগের দ্বারাও উক্ত উদ্দেশে (আইন দ্বারা বহুবিবাহ নিবারনোদ্দেশে) আর কএক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহাঁর যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ চেষ্টা সেরূপ অর্থবল নাই। যদি ইহাঁর তদনুরূপ-অর্থ সামর্থ্য থাকিত এতদিন উদ্দিষ্ট বিষয়ে অনেক

দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়" এই প্রসিদ্ধ বা-ক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যাইতে পারি বেন।

এডুকেশন গেজেট। ১২৭৯। ৪৩ সংখ্যা।

(হুগলী হইতে প্রকাশিত।)

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বাখরগঞ্জে কোন উদ্যোগ হয়না এজন্য বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এদেশে আইসেন। প্রথমতঃ রাজনগর গ্রামে একটী ক্ষুদ্র সভাতে ব-ক্তৃতা করিয়া অনেককেই তাঁহার প্রার্থনার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞাত করাইয়া সন্তুষ্ট করেন। সকলেই এক বাক্য হইয়া তাঁহার প্রার্থনাকে সৎপ্রার্থনা বলিয়া স্বীকার করেন। তৎপরে কোটালীপাড়ার রাঢ়ী-শ্রেণী এবং বৈদিক শ্রেণী উভয় শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার রচিত পুস্তকাদি এবং কৌলীন্য সংশোধন কন্যাপণ নিবারণ বিষয়ের বক্তৃতাশ্রবণ করিয়া স-ন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার সদভিপ্রায়ের ধন্যবাদ করি-

লেম। তৎপরে সিকারপুরের ও রহমতপুরের লোকেরাও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তথাকার কুলীন এবং শ্রোত্রিয় বংশজ সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার মতকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে গাড়রিয়া কলসকাটীর জমীদার ও কুলীন মহাশয়েরা সকলে যার পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। আরও দুই একজন রাসবিহারী যদি সমাজ সংশোধনে ব্রতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম ও পর্য্যটন করেন, তবে সমাজের বিশেষ উপকার হয়।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮২। ৪৯ সংখ্যা।

আমাদের সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সভ্যগণের মত না হওয়াতে তাঁহার সেই বাসনাটী সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবল জয়পুরের মহারাজকে

এক খানি জীবন বৃত্তান্ত পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজও ঐ পুস্তক সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাসবিহারী বাবু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি রাসবিহারী বাবুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্যময়ী সীতার বনবাস ও শৈশব জ্ঞানচন্দ্রীকা এবং তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। এবং ঐসমস্ত পুস্তক তদীয় যন্ত্রে উৎকৃষ্টতররূপে মুদ্রিত করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করেন। আর কৌলীন্য বিষয়ক সংগীত গুলি শ্রবণ করিয়া করুণরস স্থলে হুঁহুঁ শব্দে ক্রন্দন ও হাস্য স্থলে হাহা শব্দে হাস্য করিয়া সমবেত সভ্যগণের সহিত একবাক্যে বলেন, এইরূপ একটী রত্ন আমাদিগের পশ্চিম বাঙ্গলায় বর্ত্তমান থাকিলে আমরা পশ্চিম বাঙ্গলার যারপর নাই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেলপর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে বিদ্যা-

সাগর মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ কার্য্য কালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপস্থিতির নিমিত্ত প্রোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রার্থনা করিলে, তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত হইবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যার্থে ২০০৲ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। এইক্ষণ আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধু-সঙ্কল্প অচিরে পূর্ণ হউক। বশংবদ—

শ্রীরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা।

১২৭৭। ফাল্গুন।

বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রাম নিবাসী ফুলেমেল সম্প্রদায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বল্লাল কৃত বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ ও শুক্র বিক্রয় নিবারণ জন্য স্বরচিত গ্রন্থের মর্ম্ম অবলীলাক্রমে বক্তৃতা করিয়া সভ্যগণের অসীম সন্তোষ সমুৎপাদন করণান্তর ধন্যবাদ লাভ করিলেন।

—০—

অমৃতবাজার পত্রিকা ১২৮৩। ২০ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।)

ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সম্বন্ধে বিক্রমপুরে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক এক জন ভঙ্গকুলীন এই আন্দোলনের নেতা। রাসবিহারী বাবুকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক এবং ইংরাজী জানেন না। সুতরাং এই আন্দোলনটী কোন হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা আর হইবেনা বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পত্র ইহাঁর সপক্ষতা করিতেছেন, তখন ইহা যে ঢাকার হিন্দুসমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলনটী কি, তাহা এখনও আমরা বলি নাই। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণেরা ৩৬টী মেলে বদ্ধ। ইহার মধ্যে কোন এক মেলের কুলীন, সকল মেলের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন না। এক একটী মেলের এক একটী করিয়া পাল্টীবর আছে। এই

দুইটী ঘরের পরস্পরের মধ্যে চিরকাল আদান প্রদান করিতে হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে কোন কোন মেলের পাল্টীঘরে পুরুষের অভাবে সেই মেলের কন্যাগণের অনূঢ়াবস্থায় চিরকাল যাপন করিতে হইতেছে। কোন কোন স্থলে একটী পুরুষের গলায় দশটী বিশটী করিয়া কন্যা গাঁথিয়া দেওয়া যাইতেছে, কোন কোন স্থলে মাতুলবংশে আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আমরা অনেক সময় এমন লোমহর্ষণকর বিবরণও শুনিয়াছি যে, একটী পাল্টী ঘরের পুরুষ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছে কন্যার পিতা তাহার কুলরক্ষার্থে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া দিলেন। কন্যা বিবাহের পরক্ষণেই বিধবা হইল। কিন্তু মেল বন্ধন হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। এবং উহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করা হয়না। বরং এই প্রথার জন্য বহুসংখ্যক বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বজনা পরিণয় জন্য দোষের উৎপত্তি হইতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এই মেল ভঙ্গ করিয়া যাহাতে কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বদ্বারিকতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ

করিয়া বেড়াইতেছেন। এবং তিনি স্বয়ং একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। মেল বন্ধন জন্য কুলীন-দিগের যে কত অসুবিধা কত মনোকষ্ট ও কত গ্লানি সহ্য করিতে হইতেছে তাহা এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন মেল ভাঙ্গিয়া আদান প্রদান করিলে শাস্ত্র বিরোধী কার্য্য করা হয় না, কি সমাজচ্যুত হইতে হয় না, তখন আমাদের ভরসা হইতেছে যে এই আন্দোলনের নেতা ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ কৃতকার্য্য হইবেন।

—০—

ভারত সংস্কারক পত্রিকা। ১২৮৩। ১২ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।)

কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যত আমরা নিকৃষ্ট জাতীয় জীব দর্শন করি, ততই তা-হাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই। মনুষ্য তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পাদদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক শ্রেণী। প-ক্ষীদিগের মধ্যে ততোধিক, ক্রমে কীটদিগের মধ্যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দুঃখের বিষয়

স্বভাব ইতর জন্তুর মধ্যে যাহা করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য বুদ্ধিবলে তাহা স্বজাতীয় মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের চারি জাতিই থাকুক, তাহাই আবার কত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শত শত বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। জাতি প্রধান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী এই তিন শ্রেণীই থাকুক, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার কত ভাগ ও উপবিভাগ। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া কুলীন উপাধিপ্রাপ্ত হন, ইহাঁরাই রাঢ়ীশ্রেণী সংগঠন করেন। ইহাঁরা ৩৬টী মেলে বদ্ধ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। যাঁহাদের গাত্রে কৌলীন্য গন্ধ যত অধিক তাঁহারা তত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করেন। যাঁহারা অত্যন্ত মুখ্য কুলীন তাঁ-হাদের একটী কিম্বা দুইটীর অধিক ঘর নাই। কৌ-লীন্য গর্ব্ব সংরক্ষণ করিবার জন্য ইহাঁরা প্রাণান্তেও ভিন্ন ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ দান করেন না। এই কুপ্রথা হইতে সমাজের যে কত অমঙ্গল ও শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের যে কিরূপ অবমাননা হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুলীন কন্যাগণকে

পালে পালে কখন একটী গুণহীন পুরুষের হস্তে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কখন আজীবন অবিবাহিতা রাখিয়া তাহাদিগের পাপের পথে সহায়তা করা হইতেছে। কখন মৃত্যুশয্যাস্থ বৃদ্ধের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া বালিকাগণ জন্ম সার্থক করিতেছেন। কখন বা মুমূর্ষু বৃদ্ধা এক বালকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া দেহ শুদ্ধিপূর্ব্বক চিতারোহণ করিতেছেন। কেবল ইহা নহে শাস্ত্রে আছে যে,—

সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ॥

পিতৃকুলের সপ্তমী ও মাতৃকুলের পঞ্চমী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবেক। কুলীনদিগের মধ্যে সে শাস্ত্রনিয়ম রক্ষা পায় না। সময় সময় পিতাপুত্রে দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়া এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। সময় সময় সপ্ত বা দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর দুই ঘরে পরিবর্ত্ত করিয়া বিকৃত শোণিত ও পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত সম্বন্ধ হইতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, শাস্ত্রভয়, ধর্ম্মভয় এবং ভাবি-

বংশের অনিষ্টভয়, কৌলীন্য মর্য্যাদা হানি আশ-ঙ্কার নিকট পরাভব মানিয়াছে।

সম্প্রতি বিক্রমপুর নিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কুলীনদিগের মেলভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন। শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গ বিকারপূর্ণ বর্ত্তমান হিন্দুসমা-জের কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থ যিনি সচেষ্ট হন, আমরা তাহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। রাসবিহারী বাবু যদি কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক কদাচার ও অসুবিধা হইতে কুলীন সমাজকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন। রাসবি-হারী বাবু স্বয়ং একজন প্রাচীন দলস্থ হিন্দু, অনেকগুলি হিন্দু পণ্ডিত তাঁহার পৃষ্ঠবল হইয়া-ছেন। আমরা আশা করি এ অঞ্চলের সুবিজ্ঞ কুলীন মহোদয়গণও প্রস্তাবিত সমাজ সংস্কারের সহায়তা করিতে ক্রুটী করিবেন না। যে খানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি প্রকৃতির নিয়ম। এক শ্রেণী হইতে যেমন নানা শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ সকল শ্রেণী ক্রমে এক শ্রেণীতে মিলিত

হইবে কিন্তু ইহা যে সহজে সম্পন্ন হইবে বোধ হয় না। সমাজে একটী নিয়ম বদ্ধমূল হওয়া যেমন সহজ নহে, বদ্ধমূল একটী নিয়ম রহিত হওয়াও সেইরূপ সহজ নহে। মানের গর্ব্ব ত্যাগ করা সামান্য কথা হইলেও কোন ত্যাগ স্বীকার হইতে সহজ নহে। যাহা হউক কয়েক ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেই যে কুসংস্কার পূর্ণ ও অমঙ্গলকর কুলাচার আপনা হইতেই তিরো- হিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

—o—

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৪। ১১ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

কালী পাড়া জ্ঞানদায়িনী সভায় পঠিত।

ধন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ধন্য ধন্য অসামান্য শকতি তোমার।
তব সম বাঙ্গালায় আছে কয় জন।
দেশের মঙ্গল হেতু নিয়ত যাহার॥
ভুজ, পদ, মন, প্রাণ, আনন, নয়ন॥

ধন হীন নিরাশ্রয় কুলীন ব্রাহ্মণ।
কত কষ্টে পালিতেছ আত্ম পরিবার।
তথাপি স্বদেশ হিতে তব প্রাণপণ॥
দেশের কুপ্রথা নাশ প্রতিজ্ঞা তোমার॥

দিবানিশি গ্রামে গ্রামে করেছ ভ্রমণ।
তব পদ দ্বয় তবু ক্লান্ত হয় নাই।
করিবারে সকলের চিত্ত আকর্ষণ॥
বলেছ কাহারে মিতা, কারে দাদা ভাই।

বালক, বনিতা, বৃদ্ধ, যখন যাহারে।
পথে, ঘাটে, মাঠে, যথা করেছ দর্শন।
উপদেশ বাক্যে কত বুঝায়েছ তারে॥
করিবারে সমাজের কুরীতি শোধন॥

বক্তৃতা করেছ কত সভায় সভায়।
কত জনে কত মন্দ বলেছে তোমারে।
ধৈর্য্য ধরি অপমান ঠেলিয়াছ পায়॥
স্বধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

একদিন কালীপাড়া জমিদার বাড়ী।
শত্রুগণ সনে ঘোর বাগযুদ্ধ করে।
সহ্য করেছিলে কত বিদ্রূপ চাতুরী॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে।

অনশনে কত নিশি করেছ যাপন।
পড়িয়ে রয়েছ একা কারো বহির্দ্বারে।
সহিয়াছ পিপীলিকা মশক দংশন॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

এক কুলোদ্ভব তব বান্ধব স্বজন।
তব সবংশের চেষ্টা মারিতে তোমারে।
মরণের ভয় তব ছিলনা কখন॥
সুধু এই কুপ্রথার নিরারণ তরে॥

কেহ বলিয়াছে তব মুড়াইয়ে মাথা।
এখনি ঢালিব ঘোল দেখি কেকি করে।
তাহাতেও গণ নাই কিছুমাত্র ব্যথা॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে।

কেহবা বলিছে ওর অস্থি গুড়াইব।
রাখিব সমাজে ওরে একঘরে করে।
কত ক্লেশ সহিয়াছ কত বা লিখিব ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥

দুর্দ্দান্ত ঘটক দল সময় সময়।
বলিয়াছে ওর প্রাণ লব কিল চড়ে।
করনাই তাতে তুমি অণুমাত্র ভয় ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥

ক্রোধ ভরে বলিয়াছে কখন কখন।
একা পেলে বলি দিব দুষ্ট অসুরেরে।
বলিয়াছ ইথে ভাল হইলে মরণ ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥

কখন বলিছে ওর কাট নাক কান।
দৃঢ়রূপে বাঁধ ওর দ্বিপদ দ্বিকরে।
সয়েছ কটূক্তি সব হইয়ে পাষাণ ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে ॥

পাগল বলিয়ে লোকে দেখিলে তোমায়।
দূর হও দূর হও দূর হও করে।
তাড়ায়েছে কিছু ক্লেশ ভাব নাই তায়॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

দুর্ব্বল তোমার পক্ষ বিহীন সহায়।
একাকী যুঝেছ ঘোর সমাজ সমরে।
তিলেক বিমুখ তবু দেখিনি তোমায়॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

অদ্ভুত জিগীষা তব বিষম সাহস।
অসামান্য রিপুদলে ভীষণ সমরে।
বিক্রান্ত বীরের ন্যায় করিলে স্ববশ॥
সুধু এক যষ্টি আর থলি লয়ে করে॥

ক্রমে ক্রমে তবপক্ষে এসেছে সকল।
বঙ্গের প্রধান মানী শ্রোত্রিয় কুলীন।
অচিরে বাসনা তব হইবে সফল॥
যোগ্য পাত্রে অনাদর থাকে কয়দিন।

গাইবে সকল লোকে তোমার সুকৃতি।
নিশ্চয় হইবে ভ্রাতঃ সিদ্ধ মনস্কাম।
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয় সংসারের রীতি।
অক্ষয় হইবে তব রাসবিহারী নাম॥

প্রকাশক।

শ্রীরাধামাধব মুখোপাধ্যায়।
নিবাস—বিক্রমপুর, তারপাশা।

—০—

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৪। ২৪ সংখ্যা।
(কালীপাড়া হইতে আগত।)

বল্লালী যুগ প্রলয়।

পণ্ডিতেরা কহিয়াথাকেন যে চেষ্টার অতীত কার্য্য নাই। আমরা সম্প্রতি এই সাধুবাক্যের উত্তম একটী উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যে কার্য্যের নিমিত্ত শিক্ষিত নব্যশ্রেণী পাষাণবৎ অভিভাবকের ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া গোপনে গোপনে এতদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে কার্য্য

সিদ্ধির আশায় দুর্ভাগ্য বিক্রমপুর একরূপ বঞ্চিতই ছিল, যে হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বহুদিনযাবৎ কথার আন্দোলন হইতেছিল, অদ্য সেইকার্য্য সংসাধিত হইল। যে শান্তিপ্রদ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়াছেন, যে মঙ্গলময় কার্য্য উক্ত মুখোপাধ্যায়ের মূলমন্ত্র ছিল, যাহার নিমিত্ত রাসবিহারী স্বীয় দরিদ্র পরিবারগুলিকে ক্লেশের সাগরে ভাসাইয়া দিয়া ভিখারিবেশে দেশে দেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এইবাক্য মনে দৃঢ় করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। অদ্য শুভক্ষণে শুভলগ্নে, বিক্রমপুরের সৌভাগ্যক্রমে, সেই মঙ্গলকর কার্য্য সংসিদ্ধ হইল। অদ্য বিক্রমপুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয়গিরি শিখরে আরোহণ করিলেন। অদ্য বিক্রমপুরের তিমিরাবৃত বল্লালী ক্ষেত্রে সুখতারা প্রকাশ পাইল। অদ্য আমাদের আনন্দের দিন। অদ্য আমাদের সৌভাগ্যের দিন। অদ্য রাঢ়ীয় কুলীনকুমারীগণের হুলু ধ্বনিতে ও

মাঙ্গলিক গীতে বিক্রমপুর নৃত্য করুক। অদ্য কৌলীন্য সংশোধনেচ্ছু নবীন যুবকগণের জয়-ধ্বনিতে স্বর্গ কম্পিত হউক। অদ্য দেবীবর কৃত মেল বন্ধন রূপ কুপ্রথা নরকের কাঙ্গালিনী হইয়া রোদন করুক। আমরা অদ্য এত আনন্দ সাগরে মগ্ন কেন। রবিবার বাঘিয়া সমাজে মেল ভঙ্গের সূত্রপাৎ হইয়াছে। ২২শে শ্রাবণ খড়দহ মেলস্থ ৺রামজীবন গাঙ্গুলীর সন্তান শ্রীযুত বাবু হরি-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, কন্যার সহিত ফু-লিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব শ্রীযুত রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, কন্যার আদান প্র-দান হইয়া গিয়াছে। দুরাচার দেবীবরঘটক সার্থ-সিদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে কুলীন সমা-জের জালবন্ধন রূপ যে মেলবন্ধন করিয়া গিয়া-ছিল, ২২শে শ্রাবণ সেই জালবন্ধন ছিন্ন হই-য়াছে। ২২শেশ্রাবণ কুলীন সমাজে যুগপ্রলয় হই-য়াছে। ২২শে শ্রাবণ নিরুপায় কুলীন কামিনী-গণের দুরদৃষ্ট রূপ ঘোর অন্ধকারাবৃত নিবিড় বণের মধ্য দিয়া উহাদের সৌভাগ্যের পথ পড়ি-য়াছে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন

গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুকালীয় চেষ্টা সিদ্ধ হইয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিতে সমাজস্থ প্রামাণিক প্রভূদের ভয়ে উহারা কম্পিত কলেবর ছিলেন, কত চেষ্টা কত যত্ন কত নীচতা স্বীকার ও কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সফল হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তি অপরিমিত সাহস সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। ইহারা মেল বন্ধন ছিন্নকরিতে সমাজ বন্ধনের ভয় অতিক্রম করতঃ অপরিমিত সাহসিকতার সহিত আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ধন্য, চেষ্টা ধন্য, সাহস ধন্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধন্য, উৎসাহ ধন্য। একথা বলা যাইতে পারেনা যে যুগান্তরের কৃত এই কার্য্য নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় স্থূলগ্রীব বৃষস্কন্ধ কুলীন শিরোমণি এই অভিনব আদান প্রদান কার্য্যের বাধা দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। কুলীন সমাজে কতগুলি বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য দলপতি আছেন। ইহারা সাক্ষাৎ অহঙ্কারের ও গর্ব্বের

প্রতিমূর্ত্তি। আত্মহিত দর্শনে ইহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। উহারা কুল লক্ষ্মীর ক্রোড়ে আলালের ঘরের দুলাল। বিদ্যাতে নিশানসহী দস্তখতকারী বৃহস্পতি। বুদ্ধিতে জাম্বুবানের প্রপিতামহ। অহঙ্কারে ও দম্ভে, মহারাজা দুর্য্যোধন। ক্রোধে মহামুনি দুর্ব্বাসা। পূর্ণ বয়স্কা কন্যাগুলির প্রতি ব্যবহারে উহারা দুর্বৃত্ত জল্লাদ। উহারা চন্দ্রমুখী কন্যাগুলিকে যমের হাতে সম্প্রদান করিয়া যমালয় পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও মমতা প্রদর্শন করেন না। এই সকল মহাপুরুষ দুর্ব্বল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মস্তকে ভয়ঙ্কর গদাঘাত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে কালীপাড়ার জমীদারদিগের অনুগ্রহে, দুর্ব্বল দরিদ্রদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে আদান প্রদান করিয়া উঠিয়াছেন। বটব্যাল ও ডিংশায়ী প্রভৃতি শ্রোত্রিয়গণ সোৎসাহে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ গঙ্গোপাধ্যায় এবিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। অনেক প্রাচীন গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়কে বরং এই কার্য্যে উৎসাহী দেখা গিয়াছে। ঘটক বংশ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের

মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উহারা এখন পর্য্যন্ত শুষ্ক পুষ্করিণীর দলের তলে। হয়ত দল বৃদ্ধি পাইলে লাফিয়া লাফিয়া মণ্ডুকরবে এই আদান প্রদানের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন। আমরা অত্যন্ত আশার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বল্লালী মেল ভঙ্গের নিমিত্ত এই কার্য্যটী সূত্র-পাত স্বরূপ হউক। দুরাচার দেবীবরের কুপ্রথা রাঢ় দেশ হইতে দূরে পলায়ন করুক। রাঢ়ীয় কুলীনগণ কতকাল মোহ নিদ্রায় অন্ধ হইয়া থাকিবে, কতকাল কৌলীন্য মদপানে দুঃখিনী কুমারীগুলির প্রতি মত্ততা ও জল্লাদবৃত্তি প্রকাশ করিবে। এখন সৎপথ ধর, মঙ্গল হইবে, মঙ্গল হইবে।

The East, Dacca. 1877.

Vol III. No. 33

A STEP TOWARDS SOCIAL PROGRESS.

Most of our readers are doubtless aware of the very strict rules, which the *Kulin* Brahmans of Bengal have to observe in marrying their daughters. The *Kulins* are divided into a great many *mels* or sections. Of the origin of these *mels*, a word or two may not be inappropriate here. Whenever any member of a *Kulin* family committed a crime, or whenever in any such family anything happened which tended to lower its position, that family and those with which it had near blood relations together with those with which they were related by marriage were set apart as one *mel* or clan. As time advanced and their sinfulness increased, the *Kulins* became divided into a great many *mels*. Of these, the most prominent are the Fulia, the Kharda, the Sarbanandi and the Ballabi *mels*. At first marriages between members of the different *mels* were allowed. But about ten generations ago, Debibar Ghatak, a man of vast learning and great influence, prohibited such marriages, and thenceforward marriages may only take place between

members of the same *mel*. *Mels* were thus made so many *sub-castes*. But this is not all. A harder restriction was ordained, by which even in the same *mel*, only such families might marry with each other as had done so previously. So that a *Kulin* Brahman has to select his wife not from his own *mel* in general but only from such families of that mel as are already related to him by marital ties. There is again another nicer distinction that is to be observed. A *Kulin* may not marry his daughter to any member of another family but only to some members of a particular section of that family. To crown this complication of restrictions and exclusions that of *Parjaya* comes in. This is a nice calculation of the degree of generations between whom only marriages may take place. So that a *Kulin* Brahman of respectable family is bound by social customs to observe the limitation of *Mels*, restricted families or *Ghurs* and restricted degrees or *Parjayas*. If he violates any of these principles, he is put to the greatest shame and disgrace among his fellow *Kulins*. There are other minute distinctions observed in the marriage of Kulins, which we purposely withhold for fear of tiring our readers.

The observation of the *mel, ghar* and *Parjaya* has been the cause of all the growing evils that prevail among the *Kulins,* and has so much lowered and degraded their present condition. This baneful system of restriction and exclusion compels girls of 2 or 3 years to marry septuaginists, sans ears, sans eyes, sans teeth and sans all; and it is owing to this that old maids of three or four scores have to marry infant husbands and yet even then all cannot get married. Marriage, it must be remembered, is a *sine qua non* for Hindu women to attain purity. Thus while owing to the pernicious principles of limitation and prohibition, a large number of marriageable women unavoidably pass single lives, others get married by dozens and scores to one and the same husband, to wash away the impurity of an unmarried life. And often are neices thus made the co-wives of their aunts and sons the brothers-in-law of their fathers.

To remove these evils, a movement is being made among the *Kulins* since the last ten years by one Rash Behari Mookerji, himself a *Bhanga Kulin* of great eminence of the *Fulia-mel.* His chief object is to bring about intermarriages between all the

mels as were prevalent before the time of Debibar-Ghatak and to do away with the niceties of *ghar* and *parjaya*. Rash Behari has left off all his occupations and has devoted all his energy and time to the accomplishment of his object. To do this he has published several pamphlets and song-books depicting in glowing words the social evils of this abhorred system. Wherever he goes he makes speeches to convince the people about the propriety of his proposal and sings songs composed by himself to move the people to dislike the present system of *Kulinism*. Though Rash Behari is not a very educated man, he has yet got natural parts and a poetic head, so that we are glad to observe that his pamphlets and songs have succeeded to create a great sensation in the *Kulin* community and though all the *Kulins* do not venture to express in clear words their approval of Rash Behari's proposal, there is scarcely any one among them, however bigoted he may be, who does not secretly apporve of it.

We are very glad to announce that Rash Behari Mookerjee has after considerable struggle and toil succeeded to celebrate intermarriages on his new

scheme and three marriages have been celebrated on the 2nd Sraban corresponding with the 5th instant, a date which must be remembered with great joy and interest by the *kulin* Bhramans of Bengal—between the houses of the first two *mels* of the *kulins*—we mean the Fulia and the Khardaha. The daughter and son of Rash Behari Mookerjee of the *Fulia mel* have been married to the son and daughter of Hari Mohan Ganguly of the *Kharda mel* and a daughter of the last named Ganguly has been married to a son of Sib Ch. Mookerjee of the *Fulia mel*. In the first two of these marriages there were not only intermarriages between different mels but marriages between different *Parjayas*. It is true that these gentlemen are all *Bhanga kulins* i. e. not in their pure original state, but it must at the same time be observed that since the last ten generations there were no intermarriages between their *mels*.

Again these three gentlemen, Sib Chandra, Rash Behari and Hari Mohan are very respectable among the *Bhanga kulins* of the *Fulia* and the *Kharda mels*, whose number is more than half of the whole body of the *kulins*. We are sure that a great improvement will be made among
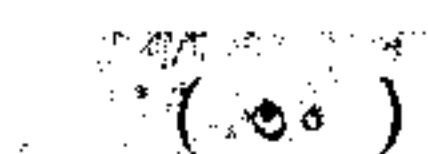
the *Bhanga kulins* if others would follow their example. We may also notice, that proposals are being made of similar intermarriages among the *Naikashays* i. e. the *kulins* in their primitive pure state. We must praise these gentlemen for taking lead in this matter notwithstanding the great obstacles and obstructions which were placed in their way. They have shown the way to many who would not have ventured if they had not taken the lead.

We cannot but express pleasure in noticing that not the least objection was made by orthodox *kulins* to attend these marriage parties or to dine with these gentlemen though they ventured to take the lead in such a new matter and every thing passed smoothly as if nothing new or uncommon took place; this shews a marked improvement in the orthodox *kulin* society and also bespeaks that the people do approve of Rash Behari's scheme in their heart, though some may not like to give vent to their thoughts. At last we must thank those educated and influential gentlemen of our community who have tried their best to further this noble object and to whose endeavour its success is mainly due.

অনুবাদ—

সমাজের উন্নতির সূত্রপাত।

ইষ্ট ঢাকা, ১৮৭৭। ৩য় ভাগ। সংখ্যা ৩৩।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, এদেশীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। কুলীনেরা অনেক মেল অর্থাৎ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে অসঙ্গত নহে। কোন কুলীন পরিবারের কোন ব্যক্তি কোন গর্হিত কার্য্য করিলে অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে যাহাতে মানহানি ও বংশমর্য্যাদার লাঘব হইতে পারে, এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, ঐ পরিবার এবং তাহাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অপরাপর কুলীনেরা এক ভিন্নমেলে বিভক্ত করিয়া দিত, সমাজে পাপের স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এইক্ষণ কুলীনেরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই কুলীনদিগের মধ্যে ফুলিয়া, খরদহ, সর্ব্বানন্দি ও বল্লভী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মেলে আদান প্রদান

কার্য্য হইতে পারিত। এইক্ষণ প্রায় দশপুরুষ হইল দেবীবর ঘটক একজন অতি বিদ্বান্ ও প্রতাপান্বিত লোক এই প্রকার বিবাহ রহিত করেন। সেই সময় হইতে নিজ নিজ মেলে কন্যা বিবাহ দেওয়ার রীতি চলিয়া আসিতেছে। কেবল ইহা নহে, আর কয়েকটী গুরুতর নিয়ম দ্বারা কুলীনেরা আবদ্ধ হইয়াছেন। এইক্ষণ কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে নিজমেলে সকল পরিবারের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারেন এমত নহে। যে সকল পরিবারের সহিত পূর্ব্ব হইতে বিবাহকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কেবল সেই সকল পরিবারের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ইহা অপেক্ষা আর একটী সূক্ষ্ম নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। কোন কুলীনব্রাহ্মণ অন্য পরিবারের যে সে পাত্রের সহিত যে কন্যা বিবাহ দিতে পারেন এমত নহে, ঐ পরিবারের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। আবার পর্য্যায় নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ পুরুষ গণনা দ্বারা বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য ধার্য্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং সম্মানিত কুলীনেরা সমাজের

রীত্যনুসারে বিবাহের সম্বন্ধে মেল, ঘর, ও প-র্য্যায়ের নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে সমাজে তাঁহার অপমান ও লজ্জার সীমা থাকেনা। কৌলীন্যের আরও অনেক নিয়ম আছে। কিন্তু পাঠকগণের বিরক্তিভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবনা। কুলীনদিগকে মেল, ঘর ও পর্য্যায় প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে বহুবিধ দোষ প্রবেশ করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত হীন ও শোচনীয় করিয়াছে। এই সকল গর্হিত নিয়মে ২। ৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে দন্ত এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তি বিহীন জরাজীর্ণ ৭০। ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত এবং ৭০। ৮০ বয়স্কা বৃদ্ধাদিগকে দুগ্ধ পোষ্য বালকের সহিত বিবাহ দেওয়া হইতেছে। তথাপি সকলের ভাগ্যে বিবাহ সম্ভব হইয়া উঠেনা। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প-বিত্র হওয়ার জন্য বিবাহ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়না। সমাজে

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম গুলি চলিত থাকায়, অনেক বি-
বাহের উপযুক্তাকন্যাকে সমস্ত জীবন অবিবাহিতা
থাকিতে হয়। অনেকে কেবল মাত্র শুদ্ধ হইবার
জন্য পঁচিশজন একজনকে পতিত্বে বরণ করিতে
স্বীকার করেন। অনেক সময় কুলীনেরা বিমাতার
ভ্রাতষ্পুত্রী ও ভগিনীর সপত্নীর কন্যা বিবাহ
করেন। পুত্র পিতার ভায়রা হইয়া থাকে। কু-
লীন সমাজের এই সকল অহিতকর নিয়ম রহিত
করিবার জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক
একজন ব্রাহ্মণ দশ বৎসরাবধি বিশেষ চেষ্টা ক-
রিতেছেন। ইনি নিজেও ফুলীয়া মেলের একজন
প্রধান কুলীন। মেলভঙ্গ করিয়া বিবাহ প্রথা প্র-
চলন করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে
ঘর, পর্য্যায় প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আছে তাহা
রহিত হইয়া দেবীবর ঘটকের পূর্ব্বে সমাজের যে
রূপ অবস্থা ছিল, তাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, এই
জন্য ইনি বিশেষ যত্ন করিতেছেন। রাসবিহারী
তাহার নিজের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই
উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।
ইনি সমাজের দুরবস্থা অতি সুস্পষ্ট ও যাহাতে

সহজেই লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয় এরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়া কয়েক খানা পুস্তিকা ও সংগীত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন যেখানে যান সে স্থানবাসী লোকের নিকট বক্তৃতা কিরয়া তাহার প্রস্তাবের মহত্ব ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। এবং কৌলীন্যের উপর ঘৃণা জন্মাইবার জন্য স্বরচিত সংগীত শ্রবণ করান। রাসবিহারী অত্যন্ত শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার পুস্তক ও গানে সুন্দর কবিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং আমরা সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ঐ সকল পুস্তক ও সংগীত দ্বারা কুলীনব্রাহ্মণ সমাজে মতের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যদিও অনেকে স্পষ্ট করিয়া রাসবিহারীর প্রস্তাব সমর্থন করিতে সাহস করেন না, তথাপি এইক্ষণ এমন কুসংস্কারাপন্ন কেহই নাই, যিনি গোপনে ইহার ঔচিত্য স্বীকার না করেন। আমরা অত্যন্ত সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর মেলভঙ্গ করিয়া কয়েকটী বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। গত

২২শে শ্রাবণ তারিখে ফুলিয়া খড়দহ মেলের মধ্যে এই সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে কুলীনব্রাহ্মণ সমাজ এই তারিখটী অত্যন্ত আহ্লাদের ও আগ্রহের সহিত মনে রাখিবে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যার (ফুলীয়ামেল) খড়দহ মেলের হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এবং শেষোক্ত হরিমোহন গাঙ্গুলীর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ফুলীয়া মেলের শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিবাহ দুইটী যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন মেলে হইয়াছে তাহা নহে। ভিন্ন২ পর্য্যায়েও হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভঙ্গকুলীন সত্য বটে, কিন্তু দশ পুরুষ যাবৎ ইহাঁদের মধ্যে কখনও মেলভঙ্গ হইয়া বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ ইহাঁরা ফুলীয়া ও খড়দহ মেলের মধ্যে প্রধান ও সম্মানিত। অন্যান্য ভঙ্গ কুলীনেরাও যদি ইহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন, তবে যে কুলীন সমাজের অনেক উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নৈকষ্য কুলীনদিগের মধ্যেও এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব হই-

তেছে। যে সকল লোকেরা অনেক বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও এবিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করি। তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিয়া অনেককে উৎসাহিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই সকল বিবাহে সমুদয় গোঁড়া কুলীন উপস্থিত ছিলেন। এবং যাঁহারা এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাদের সহিত পান ভোজন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ইহাতে কুলীন সমাজের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। এবং কুলীনদিগের মধ্যে যদিও অনেকে সাহসপূর্ব্বক মেলভঙ্গ করিয়া বিবাহ দিতেছেননা, তথাপি সকলেই যে অন্তঃকরণের সহিত রাসবিহারীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখা যাইতেছে। অবশেষে আমাদের সমাজের যে সকল শিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং যাহাদের যত্নে ও সাহায্যে রাসবিহারী এই প্রকার

কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।

হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা। ১২৮৫। ২ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

অদ্য কিয়দ্দিন পরে, বঙ্গীয় কুলীন সমাজের পুনর্ব্বার শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত ঘটনা গুলি দর্শনে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে সুখসূর্য্য ১২৮৪ সনের ২২শে শ্রাবণে উদিত হইয়া এদেশীয় কুলীন সমাজের দেবীবর পরিপোষিত মেলবন্ধন জনিত অনিষ্টকর তমসজাল বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারই অক্ষুণ্ণ বিভাবলে অদ্য আমাদের শুভদিনের আবির্ভাব হইল। আমরা নিম্নপ্রকাশিত ঘটনাবলী দেখিয়া আহ্লাদে, হর্ষে, বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইয়াছি। বস্তুতঃ ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শনে সুবিখ্যাত সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অসীম সাহসিকতা, অদ্বিতীয় কষ্টসহিষ্ণুতা, অপরিমিত পরিশ্রমকারিতা ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা

না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা। এই মহানুভব যদি ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, জার্ম্মেনী কি ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের তুল্য কোন সুসভ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পরদুঃখ বিমোচনে ও সমাজ সংস্করণে তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেন, তবে ইহাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়২ অঙ্কিত হইত। কিন্তু এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রকৃত গুণের প্রশংসা নাই বলিয়াই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এখনও আপনার উদর নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। ইতিহাস পাঠে অনেক ধর্ম্ম সংস্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় সমাজ সংস্কারক লোকের নাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়না। তথাপি ইনি বঙ্গীয় সমাজের সম্যকরূপ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। অতএব হে উৎসাহহীন বঙ্গীয়সমাজ! তোমরা আর কতকাল মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া গুণীজনের গুণের আদর করিতে অভ্যাস কর। আর প্রস্তাবনায় পটুতা দেখাইয়া কার্য্যকালে পশ্চাৎপাদ হইও না। আমরা

নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি আহ্লাদ সহকারে সাধারণের গোচর করিতেছি। প্রথমতঃ বিগত ৫ই ফাল্গুণ সর্ব্বানন্দি মেলীয় নৈকষ্য কুলীন কোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ফুলিয়া মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন কুকুটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিবাহ সভায় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘটক সিংহ ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর প্রভৃতি প্রধান২ কুলাচার্য্যবর্গ উপস্থিত থাকিয়া কবিতা পাঠ ও কুলকীর্ত্তন ঘটিত সভোচিত বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮ই ফাল্গুণ বজ্রযোগিনী নিবাসী পুষিলাল বংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত তন্ত্রগ্রাম নিবাসী মাশচড়ক বংশসম্ভুত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র কন্যার পরস্পর আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ সভাতেও প্রধান২ কুলাচার্য্যবর্গ উপস্থিত হইয়া ছিলেন। আমরা একান্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এইসভাতে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য মাশচড়ক ও পুষিলাল

বংশীয় মহাশয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল কুলীনগণ মেল ও পর্য্যানুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত স্বজনা ও বয়োজেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিবেন অথবা রজঃস্বালা কন্যাকে অদত্তা রাখিবেন, আমরা সেই সকল কুলীন সন্তানে কন্যা প্রদান করিবনা। যদি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ মতাবলম্বী কুলীন পাইতে পারি তবে সেই সকল সৎপাত্রে আমাদের স্ব স্ব কন্যা প্রদানে বিশেষ যত্ন করিব। নচেৎ সৎপাত্রাভাবে তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি উক্ত শ্রোত্রিয় মহাশয়দিগের অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই শ্রোত্রিয় সমাজ হইতে কন্যাপণ উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ ২৩শে ফাল্গুণ মাইজপাড়া নিবাসী বল্লভী মেলিয় বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রগণের সহিত খড়দহ মেলস্থ বাঘিয়ার গাঙ্গুলি ৺রমাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশসম্ভুত সিংহপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত

জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যা ফুলিয়ামেলের ৺শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান হাঁসারা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও পৌত্রীর সহিত পরস্পর একযোগে তিন মেলে আদান প্রদান অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ঘটক-রাজ ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ কবিসাগর, শ্রীযুক্ত গুরুনাথ তর্কসাগর ও শ্রীযুত ব্রজনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কুলাচার্য্যাগ্রগণ্য মহোদয়গণ ও বিক্রমপুর, দক্ষিণ বিক্রমপুর এবং বাকলা, ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা প্রভৃতি সমুদয় স্থানের ঘটকগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কবিতাপাঠ ও রীতিমত বক্তৃতা করিয়া আট আনা সহকারে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু কালী-কিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায় সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উপরিউক্ত কার্য্যগুলি একমাত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে অক্ষুণ্ণ ভাবে সম্পা-

দিত হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, যাঁহারা মনে মনে রাসবিহারী বাবুর বিশুদ্ধ মতের পোষকতা করিতেছেন, তাঁহারা কার্য্য দ্বারা স্বস্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শিক্ষিত সমাজের ধন্যবাদার্হ হইতে যত্ন করুন।

বশংবদ

শ্রীললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

নিবাস ইছাপুরা।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৬। ৩৯ সংখ্যা।

সংবাদ দাতার পত্র।

রাসবিহারীর পরিশ্রমের ফল।

কালের কি অচিন্তনীয় শক্তি। কালের কি চমৎকার স্রোতঃ। কালের গতিতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কালস্রোতঃ কুলাল-চক্রের ন্যায় লোকের অদৃষ্টনেমী বিঘুর্ণিত ও পরি-বর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে। আজ এতদিনের পর রাসবিহারীর অদৃষ্টচক্র প্রকৃতস্থ হইয়া সফল-প্রসবোপযোগী হইয়া উঠিল। নির্ম্মলসলিলা

ভাগীরথী যেমন ঐরাবত প্রহরণে সহস্রগুণ বেগ ধারণ করিয়াছিল, রাসবিহারীর সরসি সদৃশ বিশুদ্ধ মতও শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগ ধারণ পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে সুবিস্তীর্ণ বঙ্গ ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। একে নির্ম্মলসলিলাভাগীরথীসদৃশ বিশুদ্ধ মত, তাহাতে আবার ১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার জোয়ার, ইহাতে উহা যে অতিশয় বেগ বিশিষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণচন্দ্র শুভক্ষণে সমুদিত হইয়া সুনির্ম্মল কিরণজাল বিকীর্ণ করতঃ ১১ পুরুষ যাবৎ প্রবাহিত দেবীবরীয় মেলজনিত ধ্বান্ত ধারা একবারে দূরীভূত করিয়াছে। আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি যে, খড়দহ মেলীয় সর্ব্বাগ্রগণ্য ৺রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশ সম্ভূত দোহার নিবাসী নৈকষ্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত সর্ব্বানন্দী মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন রোষদি নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার উদ্বাহক্রিয়া বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পা-

দিত হইয়া রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বহু যত্নের আশালতা ফলবতী করিয়াছে। সম্পদ সম্পদের, বিপদ বিপদের অনুসরণ করে, ইহা চির প্রসিদ্ধ। কয়েক দিন গত না হইতে হইতেই রাসবিহারীর আশালতা আর একটি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে। বিগত ২৪ অগ্রহায়ণ খড়দহ মেলীয় ৺রামজীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫ম বংশধর সাহাবাজ নগর নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত ফুলিয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান তিন পুরুষ ভঙ্গ বিবন্দি নিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণয় বিধি পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। যাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীনব্রাহ্মণগণের সামাজিক অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা রাসবিহারী বাবুর পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, যত্ন একাগ্রতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। পরন্তু রাসবিহারীর ১৯ বৎসরের পরিশ্রম যে অধুনা ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমাদের

ইহাও সম্পূর্ণরূপ আশা হইতেছে যে, রাসবিহারী আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে রাজা ভগীরথের ন্যায় ইঁনিও দেবীবরাভিশাপে অভিশপ্ত পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন ।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৬। ৪ সংখ্যা।

যমবরার বিবাহ।

অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে, বিগত ২৬শে মাঘ তন্ত্রগ্রাম নিবাসী রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান নৈকষ্য কুলীন শ্রীযুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কোণ্ডাগ্রাম নিবাসী ৺রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান নৈকষ্য কুলীন ৺ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় কোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুত জয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত রূপচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামস্থ সমুদয় শ্রোত্রিয় ও কুলীন মহোদয়গণ, কোলা নিবাসী শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র ব-

ন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইয়া আহ্লাদ সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎপর সভ্য মহোদয়গণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও সংগীত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে সমধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, কন্যাটি যমবরাই ছিলেন, রাসবিহারীর বহু যত্নে ৩০ বৎসর বয়সাতীতে গৃহশূন্য পতির গৃহিণী হইয়া সুখিনী হইলেন। কন্যার সর্ব্বাগ্রজ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবাহের যারপর নাই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীযুত কাশীচন্দ্র ও শ্রীযুত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় কন্যার অপর ভ্রাতৃত্রয় রাসবিহারীর মতে একমত হইয়া এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দিগকেও আমরা সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এইক্ষণ রাসবিহারীর মতানুযায়ী ভিন্ন কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। অচিরকাল মধ্যেই যে রাসবিহারী সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে কোলা

গ্রাম নিবাসিনী কয়েকটি কুলীন কন্যারা যে ঐ বিবাহ কালীন রাসবিহারীর সম্বন্ধে একটী গান করিয়াছিলেন আমরা তাহা এস্থলে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিলাম।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আয় লো আয় দেখি যেয়ে ঐ এল সেই রাসবিহারী।
(এযে) রাসবিহারী রূপে এল গোকুলের সেই রাসবিহারী।

মরি কি ভঙ্গি বাঁকা, কথা কি মধুমাখা, ইচ্ছা হয় শ্রবণ করি শ্রবণ ভরি, (এযে) কলির কলুষ নাশিতে কুলীন কূলে অবতরি।

ব্যাভিচার নিবারিতে, লাঠি আর থ'লে হাতে, নিয়েছেন বংশীধারী বংশী ছাড়ি, (উহার) দ্বাপরে বাইট হাজার ছিল, অপরে চৌদ্দটী নারী।

লোকের সব কষ্ট হেরি, কতইবা কষ্ট করি, উপদেশ দিয়ে বেড়ান বাড়ী বাড়ী, (ওরে) মান্য লোকে মান্য করে সামান্যে করে চাতুরী।

আমাদের পূণ্যফলে, বিহারী উদয় হলে, একথা বলে সরলা-সুন্দরী, (ওযে) বহুবিয়ে উঠাইল, নিজে বহুবিয়ে করি।

বশম্বদ—
শ্রীগিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কোলা স্কুলের ছাত্র।

ঢাকাপ্রকাশ ১২৯০।২ সংখ্যা

ও ১২৯১ সনের ২৭ সংখ্যা।

বরিশালের সংবাদদাতার পত্র।

আমাদের সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত মাঘ মাসে বরিশাল গমন করিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়েস্থ জাতীয় উকীল, আমলা ও বাঙ্গালি হাকিমগণ, বাবু স্বরূপচন্দ্র গুহ মহাশয়ের হাবেলীতে এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং রাসবিহারীর বহু বিবাহ ও কন্যাপণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও সংগীত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হন। নিতান্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে বরিশালবাসী মহাত্মারা রাসবিহারী মুখোপাধ্যা-য়ের কৃতকার্য্যতা দর্শনে তাঁহাকে বর্ষিক ৬০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও সৎচেষ্টার সমুচিত পুরস্কার প্রদান করেন। যাঁহার যত্ন, চেষ্টা, সদুপদেশ দান, উৎসাহ ও অক্লান্ত পর্য্যটন গুণে বহুবিবাহ প্রথা একপ্রকার রহিত হইয়াছে, বঙ্গভূমি ব্যাভিচার ও ভ্রূণ হত্যাদি মহা পাপ ভার হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, ২০। ২৫

বর্ষীয়া ২৫। ৩০টী কুলীন কন্যা বিভিন্ন গৃহে (যে ঘরের সহিত বিবাহের নিয়ম নাই সেই ঘরে) পরিণীতা হইয়াছেন। অনেক ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীনগণ মেলপর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া কন্যাগণকে সৎপাত্রস্থা করিতেছেন, প্রধান২ শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ পরস্পর আদান প্রদান করিয়া কন্যা পণের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই সমাজসংস্কারক দুর্গত রাসবিহারীর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হইতে দেখিলে কোন্ সমাজ হিতৈষী না একান্ত পুলকিত হন, এবং সাহায্যকারীগণকে মুক্তকণ্ঠে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করেন? বরিশালবাসীরা সমাজসংস্কারকের প্রকৃত মহত্ব জানেন, তাই তাঁহারা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য প্রতিশ্রুত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অভিনন্দিতও করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগত্যর্থ ঐ অভিনন্দনপত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

অভিনন্দন পত্র।

আদর্শ জীবন ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন! আপনি কৌলীন্য প্রথার দোষসমূহ দূর করিবার জন্য যেরূপ আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, নানারূপ অপমান সহ্য করিয়া, গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া দেশে২ পর্য্যটন করিয়াছেন; এবং আপনার অভিষ্ট বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা বরিশাল নিবাসীগণ তৎশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি, অবাক্ হইয়াছি। মহাশয়! আপনার ন্যায় মহাত্মার সন্দর্শন লাভে আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে। আপনার হৃদয়ের তেজ, মনের বল, শরীরের শ্রম সহিষ্ণুতা, আপনার উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, নৈতিক বীরত্ব বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। আপনার ন্যায় মনুষ্য দুর্ল্লভ। আপনার জীবন আদর্শ। আপনার পরোপকারার্থ আত্মবিসর্জ্জন নিতান্ত দুর্ব্বল হৃদয় মনুষ্যেরও দৃষ্টান্তানুকরনেচ্ছা উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন আপনার কবিত্বের যে পরিচয় পাইয়াছি আমরা তাহার কি প্রশংসা করিব। দেশে দেশে আপনার মহত্ব

প্রচারিত হউক। ভিন্ন২ জাতি দেখুক বঙ্গবাসীর মধ্যে মনুষ্য আছে কিনা। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ-জীবি করুন এবং আপনার ব্রতের সহায় হইয়া সদুদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল করুন।

আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীমোহনচন্দ্র গুহ
সভাপতি।

উপসংহারে অশ্বিনীবাবুর অনুমত্যনুসারে বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ যে রাসবিহারীর সম্বন্ধে একটি অভিনন্দিত গান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

রাগিণী বসন্ত। তাল আরাঠেকা।

আমাদের এই রাসবিহারী গুণের সাগর।
আদর্শ জীবন ইনি ধার্ম্মিক প্রবর।
এযে দেখ যোগি বেশ, শিরে শুভ্র পক্ক কেশ, ইহাঁর কীর্ত্তি অশেষ বিশেষ, জানে নারী নর।
পর দুঃখে চক্ষে বারি, ভ্রমণ করেন বাড়ী বাড়ী, সকলেরই উপকারী, নাহি আত্ম পর।
ব্যাভিচার ভ্রূণ হত্যা যত, ইহাঁর যত্নে কত গত, এদেশে নাই ইহাঁর মত, ইনি একেশ্বর।
ঈশ্বরে প্রার্থনা করি, বেঁচে থাকে রাসবিহারী, দাও জগদীশ, দয়া করি, চাহি এই বর।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৯১। ৪৮ সংখ্যা।

অবিদিত নাই যে বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা নিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহু বৎসরের পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসীম সহিষ্ণুতার ফল মেল পর্য্যায় ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলা বাহুল্য। এতদিনে এতদ্দেশীয় আজীবন অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের একটি প্রশস্ত স্বর্গীয় সুখের দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীন মহাত্মারা এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পারত্রিক মঙ্গল বিধানের জন্য এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধাম সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল। ভরসা করি এই সুনীতি দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। পরন্তু যে প্রথাটি সমাজে দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও বদ্ধমূল ছিল, তাহা একমাত্র রাসবিহারীর পর্য্যটন, পরিশ্রমে দূরীকৃত হওয়া সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমরা এসম্বন্ধে দুইটী সংগীত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

'কই হে দ্বিজ তোমায় কই' এই গানের সুর।

রণে রাসবিহারীর জয়, বিরুপী বিদ্রোহী যত হৈল পরাজয়,
যতোধর্ম্ম স্ততোজয় কভু মিথ্যা নয়।

দেবীবরের সৈন্য যত, কতবা সমরে হত,- আরো কত বন্দী-
ভূত, হয়ে নিরাশ্রয়।

(হৈল) রাজ্য ভ্রষ্ট দেবীবর, (এখন) রাসবিহারীর অধিকার,
জয় জয় ধ্বনি কর, কারে কর ভয়।

(ওর) উপদেশে কিনা হৈল, বহুবিয়ে উঠে গেল, মেল ভেঙ্গে
বিবাহ দিল, আরো বা কি হয়।

সময়ে সম্পূর্ণ হবে, রাসবিহারীর বিধি রবে, (ওর) অতুল
কীর্ত্তি থাক্‌বে ভবে, নাহিক সংশয়।

'অয়ি সুখময়ী ঊষে' এই গানের সুর।

দেগো তোরা কুলবালা, ফুলমালা দেগো তারে, যেজন সমর
জয়ী বল্লালী ঘোর সমরে।

রাসবিহারীর নব্যদল, সবল সে দলবল, (তাঁরা) হাসিতেছে
খল খল, বিজয় পতাকা ধরে।

দেবীবরের বৃদ্ধ যত, রাসবিহারীর রণে হত, কতবা শরণাগত,
কত গেল কালের ঘরে।

দেবীবর নির্ব্বংশ হৈল, (তার) সেনা সব বিপাকে পৈল,
রাসবিহারীর কীর্ত্তি রৈল, অক্ষয় হয়ে এ সংসারে।

ঈশ্বরে প্রার্থনা কর, রাসবিহারী হয় অমর, এই আশীর্ব্বাদ
ক্ষুর, ধর করিবে বরের ঘরে।

---*---

ভঙ্গকুলীনদিগের মেল পর্য্যায় ভঙ্গ।

১। ফুলিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত খড়দহ মেলির ৺রামজীবন গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার আদান প্রদান হইয়াছে।

২। খড়দহ মেলস্থ ৺আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান কালীপাড়া নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ পীতাম্বর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান তত্র নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত নীলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩। খড়দহ মেলস্থ ৺রামজীবন গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজনগর নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিবন্দি নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৪। খড়দহ মেলস্থ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান কাশাপুর নিবাসী স্বয়ং ভঙ্গ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান আউটসাহি নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত রামমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৫। খড়দহ মেলস্থ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রামকান্ত চক্রবর্ত্তীর সন্তান আউটসাহি

নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৬। খড়দহ মেলস্থ আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বেজগ্রাম নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ফুলীয়া মেলস্থ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান ফুরসাইল নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৭। খড়দহ মেলস্থ রমাকান্ত গাঙ্গুলির সন্তান সিংহপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত ফুলীয়া মেলিয় শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান হাসারা নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও পৌত্রির সহিত বল্লভী মেলস্থ মাইজপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকিশোর ও শ্রীযুত ব্রজকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যাগণের একযোগে তিন মেলে আদান প্রদান হইয়াছে।

৮। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী বিখ্যাত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দুইপুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বটেশ্বর নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৯। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান আরিয়ল নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান ঐ গ্রাম নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১০। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান সিংহপাড়া নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলস্থ কামদেব পণ্ডিতের সন্তান আরিয়ল নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১১। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান কুশারিপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলিয় শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান সিন্দুরদি নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১২। ফুলীয়া মেলস্থ বলরাম ঠাকুরের সন্তান বীরতারা নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা বল্লভী মেলীয় সিংহপাড়া নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৩। খড়দহ মেলস্থ আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বেরপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা সর্ব্বানন্দী মেলীয় কনকসার নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৪। বল্লভী মেলস্থ সিংহপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান রায়পুর নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৫। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ পশ্চিমপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয়

ফুলীর সন্তান তন্তর গ্রাম নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

নৈকষ্য কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ।

১৬। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কোলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয় শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান কুকুটীয়া নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৭। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ রোষদি নিবাসী শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় রত্নেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান দোহার নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৮। খড়দহ মেলস্থ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান কোণ্ডাগ্রাম নিবাসী ৺ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ফুলীয়া মেলিয় রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান তন্তর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

১৯। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ প্রাণীমণ্ডল নিবাসী শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান কোলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

২০। খড়দহ মেলস্থ হরিরাম গাঙ্গুলির সন্তান চন্দ্রপ্রতাপ কুল্লা নিবাসী প্রসিদ্ধ রামগাঙ্গুলির কন্যা সর্ব্বানন্দী মেলীয় কোলা নিবাসী শ্রীযুত হলধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

২১। দেহাটী মেলস্থ সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান মত্তগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

২২। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান কোলা নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পারিহাল মেলীয় গাঙ্গুলি বংশীয় শিবের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুত বগলা চরণ ঘটকের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

২৩। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কেওটখালী নিবাসী সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্যারিহাল মেলীয় শিবের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুত বিমলা চরণ ঘটকের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

২৪। ফুলিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান তন্তরগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাস মেলির ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৫। খড়দহ মেলস্থ রত্নেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজ নগর নিবাসী শ্রীযুত ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৬। খড়দহ মেলস্থ রত্নেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজ নগর নিবাসী শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৭। খড়দহ মেলস্থ রমাকান্ত গাঙ্গুলির সন্তান নিমতলি নিবাসী শ্রীযুত জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৮। খড়দহ মেলস্থ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান চুড়াইন নিবাসী শ্রীযুত ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার তৃতীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৯। ফুলিয়া মেলস্থ কৃষ্ণঠাকুরের সন্তান কুশারীপাড়া নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩০। খড়দহ মেলস্থ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান রঙ্গশ্রী নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩১। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কোনা নিবাসী শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলস্থ ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩২। ফুলিয়া মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৩। খড়দহ মেলস্থ কোনা নিবাসী শ্রীযুত রজনীকান্ত গঙ্গো-

পাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৪। ফুলীয়া মেলস্থ আটপাড়া নিবাসী শ্রীযুত মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৫। ফুলীয়া মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান বেজগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৬। খড়দহ মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুত বাণী নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান আরিয়ল নিবাসী শ্রীযুত মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৭। ফুলীয়া মেলস্থ রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সন্তান কাননিসার নিবাসী শ্রীযুত কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট আচার্য্য শেখরী মেলীয় পঞ্চসার নিবাসী শ্রীযুত রাসমোহন মুখোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৮। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কেওটখালী নিবাসী শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার কন্যা খড়দহ মেলীয় বটেশ্বর নিবাসী শ্রীযুত দেবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৯। বজ্রযোগিনী নিবাসী ফুলিয়া মেলস্থ বলরাম ঠাকুরের সন্তান শ্রীযুত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইছাপুরা নিবাসী খড়দহ মেলীয় শ্রীযুত মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পিতৃব্য ভগ্নী সম্প্রদান করিয়াছেন।

সারস্বত পত্র ১২৯২। ৪৭ সংখ্যা।

সংবাদদাতার পত্র।

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ মানসে প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিসীম পর্য্যটন, পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এইক্ষণ জগদীশ্বরের কৃপায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি নিজে মেল ভঙ্গ করিয়া আদান প্রদান করার পর প্রায় শতাধিক ব্যক্তি মেলভঙ্গ করিয়াছেন, পর্য্যায় ও ঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কত লোক কন্যা সৎপাত্রস্থ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। বহুবিবাহ প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধান২ শ্রোত্রিয় সমাজেরও ধনুর্ভঙ্গ-পণ ভঙ্গ করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের সূত্রপাৎ হইয়াছে। দেহাটী, নৈরাই, বাঙ্গালপাশ ও আচার্য্যশেখরী প্রভৃতি মেলস্থ যে সমস্ত লোকেরা পূর্ব্বে উচ্চ কুলীনে কন্যা প্রদান করিয়া কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ ঘটাইতেন এবং পণক্রীত পাত্রী পুত্রকে বিবাহ করাইয়া

সর্ব্বস্বান্তঃ হইতেন, এইক্ষণ তাহাদিগেরও প্রায় ৫।৬ শত লোক রাসবিহারীর মতে তুল্য তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া জাতি মানের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। যাঁহারা রাস-বিহারীর প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এইক্ষণ স্ব স্ব প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহারা আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা আহ্লাদ সহকারে কয়েকটী কার্য্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালপাশ মেলিয় খ্যাতনামা বেতকা নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বনাথ বারুরী মহাশয়ের পৌত্রী উক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সমস্ত ঘটকমণ্ডলী উপস্থিত করাইয়া সমারোহের সহিত সম্প্রদত্ত হইয়াছে। হরিমোহন বাবুর পুত্রের নিকট পশ্চিমপাড়া নিবাসী সদানন্দখানী শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোটীর কন্যা প্রদান করিয়াছেন। বল্লভীমেলে কন্যাদাতা জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট আচার্য্যশেখরী মেলস্থ মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বারুরীর কন্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য বিধায় অন্যান্য কার্য্যগুলি উল্লেখ

করিলাম না। বাস্তবিক রাসবিহারীর চেষ্টায় যে আমাদিগের রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের অপরিসীম উপকার সাধিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সারস্বত পত্র ১২৯৩। ৯ সংখ্যা।

সংবাদদাতার পত্র।

(রাসবিহারীর ব্রত প্রতিষ্ঠা।)

বিখ্যাত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে ব্রতে ব্রতী ছিলেন, বিগত ২৩শে বৈশাখ তারিখে মহাসমারোহের সহিত তিনি সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি নূতন এক পথ অবলম্বন করিলে, যদি কেহ তাহাকে অপদস্থ করিতে পারে, তবে আর কোন ব্যক্তিই সেই পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং দিন দিন সেই পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রাসবিহারীর পথে অচিরকাল মধ্যেই অসংখ্য লোক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন। এইক্ষণ রাসবিহারীর পথ যে প্রশস্ত হইয়া চলিল, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ

করিতেছি যে, এইক্ষণ রাসবিহারীর দল সমাজে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি কার্য্য উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি আর একটি কার্য্যের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বিগত ২৩শে বৈশাখ বিক্রমপুরস্থ বাঘরা নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমস্ত ঘটক কুলীন উপস্থিত করাইয়া মহাসমারোহ সহকারে তদীয় কন্যা সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ বাবু একজন প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট্ জজ, বিশেষতঃ অতি সুবিচারক, তিনি বিচারে রাসবিহারীর মত উত্তম জ্ঞান করিয়া সামাজিক কুপ্রথারক্ষক পাষণ্ড গুলির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঐ মতের পোষকতা করিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা ভরসা করি, এইক্ষণ আর রাসবিহারীর পথে পদার্পণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। এসম্বন্ধে একটি সঙ্গীত আমরা এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

অনূঢ়া কন্যাগণের প্রতি কোন কন্যার উক্তি

রামপ্রসাদি সুর।

রৈললো রৈললো মোদের রাসবিহারীর কথা রৈল।
ভাবনা কিলো ভগ্নীসকল (তোদের) এইনা বিয়ে হৈল হৈল॥
মেল বান্ধিয়ে দেবীবর, সেই পাপে নির্ব্বংশ হৈল, বল্লাল আমাদেরে পোড়াইয়ে সবংশে পুড়িয়ে মৈল।
পাপ তাপে জরিত হয়ে কুলীন সব বিপাকে পৈল, আবার দেবীবরের সৈন্য সকল অন্নাভাবে মৈল মৈল।
কুলীনের কলুষভারে ধরণী অধৈর্য্যা হৈল, সে যে রসাতল চলিল বলি পদ্মার কবলে পৈল।
এই অবনী উদ্ধারের হেতু রাসবিহারী উদয় হৈল, ঐ দেখ ভগবানের প্রিয়পাত্র ভগবান তাঁর সহায় হৈল।

সঞ্জীবনী ১২৯৩ সন। ৪৪ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মহাপাপকর বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিসীম পর্য্যটন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এইক্ষণ জগদীশ্বরের কৃপায় একপ্রকার কৃতকার্য্য

হইয়াছেন বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কন্যাপণ সম্বন্ধেও রাসবিহারীর সদুপদেশ ও সুললিত-সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া প্রায় ৫০০। ৬০০ শত শ্রোত্রিয় বংশজ কুলকার্য্য ত্যাগ করিয়া পরস্পর আদান প্রদান করাতে কন্যাপণ হাজার বারশত টাকার স্থলে ৫। ৬ পাঁচ ছয় শত টাকা হইয়াছে। ক্রমে যতই ইহাদের মধ্যে এরূপ বিবাহকার্য্য অধিক পরিমাণে হইবেক ততই কন্যাপণের [illegible] কম হইবে সন্দেহ নাই। এক রাসবিহারীর পর্য্যটন পরিশ্রমে সমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া বঙ্গবাসীর সামান্য সুখের বিষয় নহে।

সম্পূর্ণ।